বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধু ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান
(Role of Bangabandhu and Honorable Prime Minister Sheikh Hasina in Promoting and Disseminating Islam in Bangladesh)

মোহাম্মদ মাসুম[১]

[1]*Mohammad Masum, Lecturer in Islamic History and Culture, Hemayetuddin Degree College, Jhalkathi, e-mail:mmasum1624@gmail.com*

Abstract

The founder of independent Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman was a generous, conscientious, and honest Muslim. He expressed respect for the religious sentiments and values of the predominantly Muslim population of Bangladesh but also took practical and effective measures for the propagation and dissemination of Islam based on realistic foundations, which remain memorable in history. In continuity with his legacy, his worthy successor, the present Prime Minister, Sheikh Hasina, has completed the unfinished tasks left by Bangabandhu in the field of Islam, taking the Muslim community to higher dignity through religious activities. In orderto evaluate the contribution of Bangabandhu and his daughter Sheikh Hasina in promoting the importance and messege of Islam, various government and private documents, previous research works and publications were reviewed. The present research reveals that Bangabandhu took many effective roles in the spread of Islam including the establishment of Islamic Foundation, giving government space in World Eztema of Tablig Jamat, banning wine and gambling. Following her father's footsteps, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina made significant contributions including establishing model mosques and Islamic cultural centers, recognizing the certificate of Qawmi Madrasas.

মূলশব্দঃ বাংলাদেশ; বঙ্গবন্ধু; শেখ হাসিনা; ইসলাম; প্রসার।

ভূমিকা

বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জাতীয় ঐক্য গঠনের বিরামহীন সংগ্রামের মহানায়ক, বাংলাদেশের জাতির পিতা, স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয় (চৌধুরী, ২০১৬)। বাংলাদেশ নামের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রটির ইতিহাস, ঐতিহ্য, আন্দোলন, সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কথা বলতে গেলেই যে নামটি সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের সকলের প্রিয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (Afzal, 2018)। বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি মুসলমান হওয়ায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন-ইসলাম হলো মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (সূরা আল ইমরান ৫:১৯)। তাই বঙ্গবন্ধু ইসলামের আদর্শ বাংলার প্রতিটি জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর স্বল্পকালীন শাসনের সময়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী ফাউন্ডেশন ও সিরাত মজলিস । মিলাদুন্নবী (স.) ইসলামের ধর্মীয় দিনগুলোতে সরকারী ছুটি, হজ্জ যাত্রীদের কর রহিত করণ, বাংলাদেশ বেতারে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন ও তাবলীগ জামাতের জন্য জায়গা বরাদ্ধ সহ নানাবিধ কার্যক্রম যা বাংলার ইতিহসে আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে (Afzal, 2018)।

উদ্দেশ্য

স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও এর বাণী প্রচারে বঙ্গবন্ধু ও তদীয় কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা।

গবেষণা পদ্ধতি

সরকারি-বেসরকারি ডকুমেন্ট ও বই-পুস্তক হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত। মূলত প্রবন্ধটি ডকুমেন্ট এবং আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষ ও ইসলাম

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই অনেক ধর্ম প্রচারক ইসলামের সুমহান বাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গমন করেন। সেই সুবাদে ইরাকের 'হাসনাবাদ' এলাকার বাসিন্দা বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষ দরবেশ শেখ আউয়াল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর (রাঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার সঙ্গে সর্ব প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন (আহমেদ, ২০১০)। সেখান

থেকে ১৪৬৩ খ্রি. ইসলাম প্রচারের জন্য বঙ্গীয় এলাকা চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। চট্টগ্রামে কয়েক বছর ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর শেখ আউয়াল সোনারগাঁ-এ আগমন করে এক স্থানীয় মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বসতি স্থাপন করে, ইসলামের দাওয়াত চালিয়ে যান পরবর্তীতে দরবেশ শেখ আউয়ালের পুত্র শেখ জহিরউদ্দিন ধর্ম প্রচার ও জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসার উদ্দেশ্য কলকাতায় চলে যান। কিছু দিন পরে শেখ জহিরউদ্দিন ফরিদপুরে এসে কান্দির পাড়ের খন্দকার পরিবারে বিয়ে করে পুনরায় কলকাতা চলে যান এবং সেখানেই জীবনের শেষ অবধি থেকে মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র জান মাহমুদ ওরফে তেকড়ি শেখ ব্যবসা উপলক্ষে পূর্ববাংলায় আগমন করে পাটগাতিতে ব্যবসা শুরু করেন এবং টুঙ্গিপাড়ার বাইগার নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন (কামাল, ১৯৯৬)। অতঃপর তেকড়ি শেখের পুত্র শেখ বোরহানউদ্দিন টুঙ্গিপাড়ার কাজী পরিবারে বিবাহ করেন (আহমেদ, ২০১০)। শেখ বোরহান উদ্দিনের ছিল ৩ পুত্র শেখ আকরাম, শেখ তাজ মাহমুদ, শেখ কুদরত উল্লাহ। আবার তাদের মধ্যে থেকে শেখ তাজ মাহমুদের ছিল তিন পুত্র শেখ অছিমুদ্দিন, শেখ আবদুর রহমান ও শেখ আবদুল হামিদ । আর এই শেখ আবদুল হামিদের পুত্র ছিলেন বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা শেখ লুৎফর রহমান। শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন একজন আল্লাহ ওয়ালা এবং ধর্মে-কর্মে বিশ্বাসী একজন খাঁটি ইমানদার মুসলমান (Rahman, 1988)।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান

বঙ্গবন্ধুর সাথে আলেমদের সম্পর্ক

বঙ্গবন্ধু সুফি ও উচ্চ বংশীয় ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনা লালন করতেন। ইসলামের ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি পর্যায় নানা ভাবে তাঁর উন্মেষ ঘটেছে। আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখদের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। যেমন, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা আতাহার আলী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও মাওলানা অলিউর রহমানের সঙ্গে তার ছিল গভির সম্পর্ক। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু ধর্মীয় বিষয়ে উপমহাদেশের আধ্যাত্বিক রাহবার মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এর পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন (রহমান,২০২০)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের শান্তি ও কল্যাণের আদর্শ প্রচার ও নিশ্চিত করার মানসে তৎকালীন বাইতুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামি একাডেমি নামক সংস্থা দু'টি বিলোপ সাধন করে ১৯৭৫ সলের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন (Amin,1989)। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ "ইসলামিক ফাউন্ডেশন'' এ্যাক্ট প্রণীত হয়। একই বছর জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এ অধ্যাদেশটি অনুমোদন করে এ্যাক্ট বা আইনে রুপান্তরিত করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই এটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় (Afzal, 2018)। এ প্রতিষ্ঠানটি ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার-প্রসার সহ দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকান্ডে দেশের ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অনন্য দূরদর্শিতা ও উদার মানসিকতা সম্পন্ন অবদান রেখে গেছেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে আজও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। আর এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইসলামের সকল কার্যক্রম বাংলার গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে (Rashid, 2004)। বঙ্গবন্ধুর এ পরিকল্পনার ধারবাহিকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ

পবিত্র হজ্জের পর মুসলমানদের সমাবেশ গুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম সমাবেশ হল ভারতের সাহারান পুরের মাহাহেরুল উলুম মাদরাসার শিক্ষক বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাত (Ali Nadvi, 2010) যেটা আন্তর্জাতিক সমাবেশ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিন দিনের এই সমাবেশ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, তাবলীগ জামাত একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন। সারা বছর দাওয়াতী কাজ করার পর বছর শেষে অথবা নতুন বছরের শুরুতে সমগ্র বিশ্বের বরেণ্য আলেম-ওলামাসহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে এক আন্তর্জাতিক মহাসমাবেশে সবাই সমবেত হন। সৃজনশীল মনা বঙ্গবন্ধু চিন্তা করলেন এই অরাজনৈতিক ধর্মীয় জামাতটির জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজন, যাতে করে তারা প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে এখানে সমবেত হয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে দাওয়াতী কাজ সম্পন্ন করতে পারেন (Khan, 2014)। সেই জন্য বঙ্গবন্ধু স্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে উক্ত স্থানটি তাবলীগ জামাতের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেন। সেই হতে অদ্যাবধি বিশ্ব তাবলীগ জামাত টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব এজতেমা পালন করে আসছেন।

কাকরাইলে মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ

তাবলীগ জামাতের মারকাজ নামে পরিচিত কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণে যখন রমনা পার্কের অনেক খানি জায়গার প্রয়োজন, তখন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের পক্ষ থেকে নির্দ্বিধায় কাকরাইল মসজিদকে জমি দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন (Obaidi,1998)। কাকরাইল মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো বা তার যে এরিয়া, তা বঙ্গবন্ধুর ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি সজাগ মনোভাবের প্রতিফলন।

সিরাত মজলিস প্রতিষ্ঠা ও ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের হক্কানী আলেম-ওলামাদের সংগঠিত করে, ইসলামের সঠিক রূপ জনগণের সম্মুখে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা ও পৃষ্ঠ পোষকতায়, ঢাকায় সিরাত মজলিস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় (আবির, ২০০৬)। উক্ত সিরাত মজলিস ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে রবিউল আউয়াল মাসে-সর্ব প্রথম ঈদে-মিলাদুন্নবী (স.) মাহফিল উদযাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন (Hossain, 2018)। বাইতুল মোকাররম মসজিদ চত্বরে উক্ত মাহফিলের শুভ উদ্বোধন করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান(Afzal, 2018) । তারই ধারাবাহিকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতি বছর জাতীয় ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) মাহফিল উদযাপন করে আসছে।

ইসলামের ধর্মীয় দিবস গুলোতে সরকারি ছুটি ঘোষণা

ইসলামের ধর্মীয় দিবসগুলো যাতে যথা যোগ্য মর্যাদায় পালন করতে পারে সেই জন্য বঙ্গবন্ধু সর্ব প্রথম ঈদে-মিলাদুন্নবী (স.), শবে কদর ও শবে বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। এ ছাড়াও তিনি উপরোক্ত দিবস সমূহের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন (Hossain, 2018) ।

মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকালাপ নিষিদ্ধ করণ এবং শাস্তির বিধান

বঙ্গবন্ধু জানতেন ইসলামে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ (কুরআন, ৫:৯০)। তাই তিনি ইসলামের এই বিধানের প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সরকারিভাবে আইন করে তা নিষিদ্ধ ও শাস্তির বিধান জারি করেন । কারণ বঙ্গবন্ধু চিন্তা করলেন ইসলামে মাদক দ্রব্যের মত ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার, উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন হারাম। তাই বঙ্গবন্ধু এগুলো নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান চালু করেন।

রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা

বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি কমিউনিস্ট দেশ। সেখানে বিদেশী কোন মুসলমান ইসলাম প্রচারের জন্য অনুমতি পেতনা। কিন্তু ১৯৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়া সহযোগিতা করায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সেদেশের নেতৃবৃন্দের একটি বন্ধুত্বের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। যার ফলে বঙ্গবন্ধু এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে, স্বাধীনতা উত্তর প্রথম রাশিয়াতে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাবলিগ জামাতের একটি দল প্রেরণের ব্যবস্থা করেন (Afzal, 2018)। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে তাবলীগ জামাতের যেসব দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার ভিত্তি রচনা করে দিয়ে গেছেন আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর সমর্থন ও সাহায্য

১৯৭৩ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গবন্ধু আরব-বিশ্বের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাংলাদেশের সীমিত সাধ্যের মধ্যে থেকেও, সর্বোচ্চ অবদান রাখার চেষ্টা করেন। বঙ্গবন্ধু আরব ইসরাইল যুদ্ধে ফিলিস্তিনে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লক্ষ পাউন্ড চা এবং ২৮ সদস্যের একটি মেডিকেল টিমসহ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করেন যা আজও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে (Farooq, 2010) ।

বঙ্গবন্ধুর ও.আই.সি. সম্মেলনে যোগদান এবং বাংলাদেশের সদস্য পদ গ্রহণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও,আই,সির অধিবেশনে যোগদান করেন (Rashid,1997)। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিক ভাবে ও,আই,সির সদস্য পদ লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর ইসলামী সংস্থা ও,আই,সির সম্মেলনে যোগদান করে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম নেতাদের সন্মুখে যে বক্তব্য তুলে ধরেন, তাতে আরবসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাব মূর্তি উজ্জ্বল হয়। বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সাথে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে ওঠে। যার সুফল আজও বাংলাদেশ পেয়ে আসছে।

পবিত্র হজব্রত পালনে সরকারি অনুদান ও কর রহিত করণ

হজ্জ মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক ফরযকৃত একটি আর্থ-দৈহিক ইবাদত । কিন্তু বঙ্গবন্ধু দেখলেন, বাংলাদেশের জনসাধারণের যে, আর্থিক অবস্থা, তাতে বেশি সংখ্যক মুসলমান পবিত্র হজ্জপালন করতে পারবে না। তিনি আরো খেয়াল করলেন, পাকিস্তান আমলে হজ্জ যাত্রীদের জন্য কোন ধরনের সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা ছিলনা। তাই তিনি সর্ব প্রথম স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের হজ্জ যাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা এবং হজ্জ যাত্রীদের ভ্রমণ কর রহিত করেন (Rashid,1997)।

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত প্রচার

বেতার ও টেলিভিশন দু'টি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। এর বিস্তৃতি রয়েছে দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে। স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গবন্ধু দেশে আসলে তাকে জানানো হয় যে, বেতার ও টেলিভিশনে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করা হয় না। এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ জারি করে বলেছিলেন, আগামীকাল সকাল থেকে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে প্রোগ্রাম শুরু হবে। পরের দিন বাস্তবে তাই হতে লাগল। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু বেতার ও টেলিভিশনে ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ দিনে পবিত্র কুরআন

তিলাওয়াতের মাধ্যমে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের নির্দেশ দান করেছিলেন (Afzal, 2018)। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই সর্বপ্রথম বেতার ও টেলিভিশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসীর প্রচার শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বেতার ও টেলিভিশনে

কোরআনের প্রচার শুরু হলে এর সুফল পাওয়া শুরু করেন বাংলার প্রতিটি মুসলমান। আজও এই ধর্মীয় রীতিটি একইভাবে চলমান রয়েছে। বেতার ও টেলিভিশনে দিনের প্রোগ্রাম শুরু করেন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে এবং শেষ করা হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে (আখতার, ২০০৬) ।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন

ব্যক্তি জীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি জানতেন শিক্ষাই মানুষকে সত্য-অসত্য, ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। অশান্তির পথ পরিহার করে শান্তির পথে মানুষকে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। তাই বঙ্গবন্ধু ও ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মাদরাসা শিক্ষার প্রতি একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

- মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদের চাকুরীর নিশ্চয়তা সহ যথাযথ মর্যাদার নিশ্চিত করণ; ইসলামি আকিদা ভিত্তিক জীবন গঠন ও ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে পুনঃগঠন করেন। পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড স্বায়ত্ত শাসিত ছিলনা। অতঃপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সর্ব প্রথম মদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করে এর নাম রাখেন বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (Rashid, 1997)। যার ফলে আজও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে লেখা পড়া শেষ করে, ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে।
- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু দেওবন্দ ও ভারতের বিভিন্ন উচ্চতর মাদরাসা থেকে ফারেগ আলেমগণের শিক্ষাসনদ সরকারি ও বেসরকারি ব্যবহারের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কওমি উচ্চতর শিক্ষার সনদ-ধারীরা তখন কাজী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় শিক্ষকের পদ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পর ১৯৮২ সালে এক অদৃশ্য কারণে এই অনুমোদন বাতিল করে দেয়া হয়। কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু অপরিসীম অবদান রয়েছে। ঢাকার'জামেয়া মাদানিয়া আল-ইসলামিয়া, যাত্রাবাড়ী কওমি মাদরাসাটি দেশের একটি স্বনামখ্যাত ও প্রসিদ্ধ মাদরাসা। এই মাদরাসাটি বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Hossain, 2018)। হযরত মাওলানা সৈয়দ আসাদ আলী মাদানীর হাতে মাদরাসাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়, আর এভাবেই বিভিন্ন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান ।

ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধকরণ

পাকিস্তান আমলে ঢাকার বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান। এখানে প্রতি বছর ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার নামে চলতো জুয়া, হাউজি ও বাজি ধরা প্রতিযোগিতা। স্বাধীনতা উত্তর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু দেশে প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্স ময়দানের প্রতিবছরের অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধ করেন এবং রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) বৃক্ষ রোপনের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যদি মনে কর আগামীকাল কিয়ামত হবে, তবুও আজ একটি বৃক্ষের চারা রোপন কর"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নবীর এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে রেসকোর্স ময়দানের অনৈসলামিক কর্মকান্ডের চিহ্ন মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে বৃক্ষ রোপণ করেন (আফজাল, ২০১০)। ঢাকা মহানগরীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বৃক্ষরাজী আজও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বহন করে চলছে।

শরীয়াভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

শরীয়াভিত্তিক সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে ও.আই.সি সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর সূত্র ধরে পরবর্তীতে আই.ডি.বি চার্টার স্বাক্ষরিত হয় (Hossain,2018)। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পর ইসলামী ব্যাংক স্থাপিত হলেও বঙ্গবন্ধুর এই অবদানটির কথা তারা কেউ কখনো জনসম্মুখে আনেননি।

বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ও মদীনা সনদের প্রতিফলন

সকলেই যাতে তাদের স্ব স্ব ধর্ম অবাধে পালন করতে পারে, এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন আমাদের প্রিয়নবী (স.) তাঁর মদীনা সনদে। মদীনা সনদের শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের সংবিধানে। মহানবী (স.) মদীনায় বসবাসরত মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য গোত্রের সমন্বয়ে একটি 'উম্মাহ' বা জাতি গঠন করেছিলেন (আবীর,২০০৬)। বঙ্গবন্ধুও স্বাধীনতা উত্তর বাংলার সকল ধর্মের মানুষদের নিয়ে গঠন করেছিলেন সোনার বাংলাদেশ।

ইসলাম প্রসঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষণের উদ্ধৃতি

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ বেতারে ভাষণ

১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বেতারের এক ভাষণে বলেন- "আমরা যারা আল্লাহর মজলুম বান্দাদের জন্য সংগ্রাম করছি, তারা ইসলামের বিরোধিতা করা তো দূরের কথা, বরং ইসলামের বিধান মতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠারই দাবিদার, আর সে ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হলেন তারাই যারা ইসলাম বিপন্নের জিগির তুলে জনগণকে ধোঁকা দিতে চান ।"

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু এক ভাষণে বলেন- "এক শ্রেণির লোক নির্বাচনের সময় 'ইসলাম গেল, ইসলাম গেল', বলে চিৎকার করেছেন। নির্বাচনে জয়ের ফন্দি খুঁজছেন পিডিপি করে, ইসলামী ফ্রন্ট করে, আর কত কিছু করে। অথচ নির্বাচনের পরে কেউ কি নামাজ পড়তে নিষেধ করেছে, রোজা রাখতে নিষেধ করেছে?

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল সমাবেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র । বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। বাংলার প্রতিটি মানুষ যার ধর্ম সে পালন করবে।"(Hossan,1996) ।

১৯৭২ সালে ৬ ডিসেম্বর জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

বঙ্গবন্ধু বলেন- "আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, মৃত্যু মানুষের একবারই হবে, দুইবার হয় না। কিন্তু বাংলার মানুষকে গোলাম করে অন্যায়কারীদের কাছে মাথানত করতে আমি পারি না। আমি আজ দাঁড়িয়ে একথা বলছি, কালকে আমি নাও থাকতে পারি। কিন্তু থাকবে আদর্শ,নীতি,মানুষের ভালোবাসা,প্রেম-মহব্বত, এবং দুনিয়ায় কি ভালো কাজ করে গেলাম তাই।"

১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর জেলায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

বঙ্গবন্ধু বলেন- "ইন-শা-আল্লাহ বেঁচে থাকলে আবার আসব। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন ঈমানের সঙ্গে রাখে। আর একটা কথা বলি, মনে রাখবেন, বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। আমি যেন আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি। এর চেয়ে আমার কিছুই প্রাপ্য নাই, এর চেয়ে আমি আর কিছুই চাই না"(Hossain, 2018)।

সৌদি বাদশাহর সাথে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য

১৯৭৩ সালের ৫-৯ সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে যে চতুর্থ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সৌদি বাদশার সাথে বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তো শুধুমাত্র রাব্বুল মুসলেমীন নন- তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামিনও। তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদের আল্লাহ নন, তিনি হচ্ছেন সবকিছুর একমাত্র অধিকর্তা। তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা (Hossan, 2009)।

ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে জতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে প্রদত্ত তাঁর প্রথম ভাষণে পরিষ্কার ভাষায় বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন, ইসলাম মানুষকে দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শিক্ষা দেয়। জাতিসংঘের উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, "আফ্রিকা হোক, ল্যাটিন আমেরিকা হোক, আরব দেশ হোক, যেখানে মানুষ শোষিত, যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, যেখানে মানুষ দুঃখী, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত, আমরা বাংলার মুসলমান সেই দুঃখী মানুষের সাথে আছি এবং থাকব। আমাদের নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না'' (আহমেদ, ২০১০) ।

১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজারবাগে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উদ্বোধনী ভাষণ

বঙ্গবন্ধু বলেন- "জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী- এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নিয়ে যাবো না। এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, আমার অনুরোধ রইল, আমার আদেশ রইল, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতেই হয় না" (Hossain, 2018)। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মে ইসলামের প্রতিফলন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইসলামের সুমহান শিক্ষার আলোয় আলোকিত ছিল তাঁর হৃদয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যেমন ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি, তেমনি ছিলেন একজন ঈমানদার মুসলমান (আউয়াল, ২০০১)।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান

মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ২০১৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য ৪ হাজার ৭২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৭ সালের এপ্রিল হতে ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছর মেয়াদে প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

    - প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী মডেল মসজিদের জন্য ৪০ শতাংশ যায়গা নির্ধারণ করা হয়। জেলা পর্যায়ে ৪ তলা উপজেলা পর্যায়ে ৩ তলা এবং উপকূলীয় এলাকায় ৪ তলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসকল মডেল মসজিদে রয়েছে নারী ও পুরুষের আলাদা ওজু ও নামাজ আদায়ের সুবিদা, লাইব্রেরি, গবেষণা কেন্দ্র, ইসলামিক বই, অতিথিশালা, বিদেশিদের আবাসন ব্যবস্থা, মৃতদের গোসলের ব্যবস্থা, হজযাত্রীদের নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণ, ইমাম মুয়াজ্জিনদের প্রশিক্ষণ, অটিজম কেন্দ্র, ইসলামী সংস্কৃতি ও ইমাম মুয়াজ্জিনদের আবাসনসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রয়েছে অফিসের ব্যবস্থা এবং গাড়ি পার্কিং সুবিধা।

- তিনটি ক্যাটাগরিতে এ মডেল মসজিদ গুলি নির্মিত হবে। 'এ' ক্যাটাগরিতে ৬৪ জেলা শহরে ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৬৯ টি চারতলা মসজিদ নির্মিত হবে। এগুলোর প্রতি ফ্লোরের আয়তন ২৩৬০ দশমিক ০৯ বর্গমিটার। উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত হবে 'বি' ক্যাটাগরির ৪৭৫ টি মডেল মসজিদ যার আয়তন হবে ১৬৮০ দশমিক ১৪ বর্গমিটার। এবং উপকূলীয় এলাকায় নির্মিত হবে

- 'সি'ক্যাটাগরির মোট ১৬ টি মডেল মসজিদ যার আয়তন ২০৫২ দশমিক ১২ বর্গমিটার । জেলা সদর ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার মসজিদগুলোতে একসঙ্গে প্রায় এক হাজার ২০০ শত মুসুল্লি নামাজ আদায় করতে পারবে এবং উপজেলা ও উপকূলীয় এলাকার মসজিদগুলোতে একসঙ্গে প্রায় ৯০০ মুসুল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন (রহমান ,২০২০)।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখদের দাবি ছিল স্বতন্ত্র ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। সেই দাবি পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সারা দেশের সব ফাজিল ও কামিল মাদরাসার সমন্বয়ে ২০১৩ সালে ঢাকার মোহাম্মদপুরের বসিলায় ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ৫৪ টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়াও কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে আইন পাস করে এম.এ ডিগ্রি সমমান প্রদান করেন (রহমান ,২০২০)।

ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ সমূহঃ

- আল-কুরআনের ডিজিটালাইজেশন;
- যোগ্য আলেমদের ফতোয়া প্রদানে আদালতের রায়কে সমর্থন;
- জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সম্প্রসারণ ও সুউচ্চ মিনার এবং ছাদ নির্মাণ;
- জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে মহিলাদের নামাজের কক্ষ সম্প্রসারণ ;
- জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের কমপ্লেক্স নির্মাণ;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চারতলা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবন স্থাপন;
- বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার বৃদ্ধি করার জন্য সৌদি সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে হজ্জ যাত্রীদের সুবিধা প্রদান;
- জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে 'বাংলাদেশ প্লাজা' স্থাপন;
- হজ্জ যাত্রীদের জন্য আশকোনা হজক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করণ;
- মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে আলেমদের কর্মসংস্থান ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করণ;
- শিশু ও গণশিক্ষা এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জাতীয় শিক্ষানীতিতে গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করণ;
- কওমি মাদরাসা শিক্ষার্থীদের সরকারি সনদের জন্য পৃথক কমিশন গঠন;
- প্রায় এক হাজারটি বেসরকারি মাদরাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- ২ লাখ ১২ হাজার ইমামদের জন্য ইসলামি বুনিয়াদি আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রায় বাস্তবায়নাধীন;
- ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ;
- দেশের অধিকাংশ মসজিদে পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কাজ ডিজিটালে রুপান্তর;
- চট্রগ্রামের আন্দরকিল্লাহ শাহী মসজিদের উন্নয়ন;
- চট্রগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ইসলামি ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ন্যস্তকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে হাফেজদের আন্তর্জাতিক সাফল্য;
- উপজেলা পর্যায়ে ইসলামি ফাউন্ডেশনের কাজ সম্প্রসারণ;
- ইসলামের প্রসারে বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী অবদান একটি গ্রাম একটি মক্তব চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদলে ১০১০ টি দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ;
- বিনামূল্যে ২১ লাখ ৬১ হাজার ৮৪১ কপি পবিত্র কোরআন বিতরণ;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে হালাল ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি স্থাপন;
- ঝালকাঠি জেলায় ৩১ শয্যাবিশিষ্ট ইসলামিক মিশন হাসপাতাল নির্মাণ;
- ৬১০০ টি মসজিদে পাঠাগার স্থাপন;

- ❖ জাকাতের অর্থের মাধ্যমে অসহায় গরীবদের স্বাবলম্বি হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ❖ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৮ টি নতুন ইসলামিক মিশন কেন্দ্র স্থাপন (Afzal, 2018)।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । তাই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পূর্বপুরুষেরা নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছেন কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে। চালু রেখে গেছেন সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের নানাবিধ বিধিবিধান এবং তাদেরই পথ ধরে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার অসমাপ্ত কাজগুলি সমাপ্ত করে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় এবং ইসলামের অগ্রসরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে পৌঁছে দিয়েছেন গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত । উন্মোচন করেছেন নতুন দিগন্তের সূচনা। কেননা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যা জানতেন-ইসলাম সব সময় জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। তাই জনগণের অধিকার যেখানে বিঘ্নিত হয়েছে ইসলাম সেখানে সোচ্চার হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের প্রতিটি কাজে প্রত্যেক ইমানদার মুসলমানদেরকে বাধ্যতামূলক সোচ্চার হওয়ার জন্য আল্লাহর কঠোর নির্দেশ রয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি মুসলমান হওয়ায় তাঁকে ইসলামের মূল্যবোধ রক্ষার্থে অন্যায় ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হয়েছে। যারা স্বার্থ লোভী মুসলিম কেবল তারাই জনকল্যাণ বিঘ্নিত করে। বঙ্গবন্ধু যেখানে শোষণ দেখেছেন,অত্যাচার দেখেছেন সেখানেই প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছেন। স্বধীন বাংলাদেশে সকল মুসলমান যাতে স্বধীন ভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে এ জন্য তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে রেখে গেছেন অসামান্য অবদান। তাই আমরা বলতে পারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ইতিহাস মানে স্বাধীন বাংলাদেশর ইতিহাস ও ইসলামের কল্যাণের ইতিহাস। এই মহান মানুষটি জীবনে যাই করেছেন তা সবই দেশের জন্য করেছেন। হয়তোবা তার জন্ম না হলে আমরা পেতামনা স্বধীনতা এবং ইসলাম পেতনা তার সু-মহান মর্যাদা।

তথ্যসূত্র

আল-কুরআন, ৫:৯০

আল-কুরআন, ২৪:১৯

আহমেদ, সিরাজ উদ্দিন (২০১০)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা:ইফাবা, পৃ. ২৮, ৩১।

আউয়াল, মাওলানা আবদুল (২০০১)। *বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ*, ঢাকা:আগামী প্রকাশনী, পৃ. ১৬।

আখতার, নাইম (২০০৬)। ৮ম খন্ড [উদ্ধৃত সৈয়দ আবির *ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী,পৃ. ১৫৭।

আবির, সৈয়দ (২০০৬)। *ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, পৃ. ২০৮।

আফজাল সামীম মোহাম্মদ (২০১০)। *ইসলাম প্রচারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ.২৩-২৪, ১৮৩-১৮৪।

কামাল, মোস্তফা (১৯৯৬)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* ।ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশন, পৃ. ১৩, ১৫, ৪৭, ৭৭, ৯৪, ১০৮।

রহমান, মুহাম্মদ মাহবুবুর (২০২০)।*ইসলাম প্রসারে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী পৃ.৬৫-৬৯।

চৌধুরী, বদিউজ্জামান (২০১৬)। *খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু*। ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ মে , পৃ.১৬।

মিজানুর রহমান (১৯৮৯)। (সম্পা.) *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ,* ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন,পৃ. ২১,৩৩।

হোসাইন, প্রফেসর ড. এ,কে এম, ইয়াকুব (২০১৬)। *জাতির পিতা বাঙ্গালী জাতির মুক্তির দূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পৃ.৩২।

Afzal, Mohammad Shamim, (2018). *Contemporary Context and Islam*. Dhaka: Islamic Foundation.P.01-97.

Amin, Mohammad (2010). *Bangabandhur bani*. Agami Publications, Dhaka

Ali Nadvi, Maulana Syed Abul Hasan. (2010). *Maulana Ilyas (RA.) and his Dini Dawat.* Dhaka: Muhammadi Book House, P.85.

Farooq, Muhammad Akhtar. (2010). *Arab-Israil Relations and Bangabandhu*. Dhaka: IFABA August, P.50.

Hossain, Syed Anwar. (2009). *Banganandhu Foreign Policy, Dr. Shahadat (Sampa) Father of Nation Bangabandhu Sheikh Mujibour Rahman,* Dhaka: IFABA

Hossain, Alhaj Syed Abul. (1996). *Father of Independence Bangabandhu Sheikh Mujibour Rahman.* Dhaka.

Hossain, Professor Dr.A.K.M.Yakub. (2018). *Khoka Bangabandhu and Bangladeh.* Dhaka: Siri Publications, P.96-107.

Khan, Muhammad Shahjahan. (2005). *Tajkiratul Auliya,* Dhaka: Bismillah Book Depo, P.465.

Khan, Muhib, (2014). *Tabligh Weekly Lekhni,* Dhaka, Volume 18; Issue 28 January.

Obaidi, Maulana Ishaq (1998). *Religious Thought of Bangladesh.* Dhaka: IFABA,P.128.

Rahman, M.N.A. Abdur. (1988). *Islamic Foundation Bangladesh,* 5th Volume, Dhaka: IFABA, SP.352.

Rashid, Professor Maulana Muhammad Abdur (1997). *Bangabandhu and his Islamic Servicc,* Pirojpur: Sabuj Minar Publications.02.06.13.

Rashid, Mohammad Harunur. (2004). *Social Welfare Activities of Islamic Foundation Bangladesh.*17.

[Manuscript received on 28 December, 2023; accepted on 15 January, 2024]